তথ্য অধিকার বার্তা

প্রান্তজনের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক নিউজলেটার

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা মে ২০১১

তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের অগ্রগতি

রিইব-এর তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের দ্বিতীয় বর্ষের কার্যক্রমের বিবরণ

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) জার্মানীর Rosa Luxemburg Stiftung এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ে প্রকল্পের দ্বিতীয় বর্ষের কাজ শুরু করেছে। "তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগণের সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়ন (Empowering the Disadvantaged in Bangladesh through Access to Justice by the Right to Information Act (RTI)" শীর্ষক এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যাতে সদ্য প্রণীত তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে নিজেদের অধিকার স্থাপন ও অবস্থার পরিবর্তন এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে । এ ছাড়া তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া যার মাধ্যমে তারা সমস্যা চিহ্নিতকরণ, গুছিয়ে প্রশ্ন করা এবং কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লেখার মতো কাজগুলোতে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এইসব জনগোষ্ঠীর সুশাসন ও সুবিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যারা তাদের নৃতাত্ত্বিক, ধর্মভত্তিক, জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কারণে অবিচারের শিকার হয়ে থাকে।

জার্মানীর রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং-এর আর্থিক সহায়তায় রিইব ২০১০ সালে এ বিষয়ে এক বছরের একটি পাইলট রিসার্চ কাজ সমাপ্ত করেছে বাংলাদেশের পাঁচটি সম্প্রদায়ে। দেখা গেছে কাজটি খুবই প্রশংসা পেয়েছে এবং এ কাজের মাধ্যমে এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সরকারী সেবামূলক কর্মসূচী থেকে অনেক কিছু অর্জন করেছে।

এই প্রেক্ষিতে রিইব রোসা লাক্সেম্বার্গ ফাউন্ডেশনে প্রস্তাব করেছিল যাতে এই প্রকল্পটি আরও বিস্তৃত করা যায়। কারণ গত প্রকল্প থেকে যা কিছু শেখা গিয়েছিল তাকে আরও একটু প্রসারিত করা। প্রসারণ বিষয়ের গভীরতার প্রেক্ষিতে এবং নতুন এলাকায় বিস্তৃতির মাধ্যমে। সেই হিসাবে পুরনো দুটি সম্প্রদায় মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার বেদে এবং নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার রবিদাস সম্প্রদায়কে নেয়া হয়েছে। সৈয়দপুরে নারী, ছাত্র ও শ্রমিক সমাজকে যুক্ত করা হয়েছে। নতুন এলাকা এবং আদিবাসী গোষ্ঠী হিসাবে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার সাঁওতাল জনগোষ্ঠী এবং খাগড়াছড়ি জেলা সদরে চাকমা জনগোষ্ঠীতে কাজ করা হচ্ছে। এছাড়া ঢাকা শহরের নারী, ছাত্র এবং শ্রমিক সমাজে তথ্য অধিকার আইন জানানো এবং প্রচারিত করার জন্য কাজ করা হচ্ছে। শহুরে এই জনগোষ্ঠীকে নেয়া হয়েছে কারণ আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, মধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিত শ্রেণী যদি তথ্য অধিকার আইন চর্চা করে তাহলে তা সমাজে গুণগত পরিবর্তন আনতে সহায়ক হবে এবং সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতাকে নিশ্চিত করবে। প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে এপ্রিল ২০১১ থেকে।

এনিমেটরদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন

প্রকল্পের নতুন কর্মসূচী অনুযায়ী গত ২৮ মে হতে ০২ জুন ২০১১ তারিখে এনিমেটরদের অংশগ্রহণে রিইবের সেমিনার কক্ষে পাঁচ দিনব্যাপী এক আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে এনিমেটর হিসেবে বেদে সমাজের সর্দার মো: সউদ খান, রবিদাস সম্প্রদায়ের মুন্না দাস, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভগবত টুডু, চাকমা সম্প্রদায়ের রিপন চাকমা, ছাত্র সমাজের মো: ফখরুল ইসলাম পলাশ, শ্রমিক ও নারী সংগঠনের সাদিয়া ইসলাম শান্তা, কামরুন নাহার ইরা ও প্রতাপ চন্দ্র সরকার বিজয় অংশগ্রহণ করেন। রিইবের চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি, প্রকল্প সমন্বয়ক সুরাইয়া বেগম, ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর উৎপল কান্তি খীসা ও কর্মকর্তা কাজী আরফান আশিক প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার শুরুতে সুরাইয়া বেগম রিইবের বর্তমান আরটিআই কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রকৃতি কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এ বিষয়ে এনিমেটরা বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে কিভাবে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে- সে সম্পর্কে ধারনা অর্জনের চেষ্টা করেন।

প্রকল্পের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কর্মশালায় রিইব চেয়ারম্যান এবং এনিমেটরবৃন্দ

রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি কর্মশালায় মূল আলোচনার শুরুতে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণ সরকারী কাজের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনবান্ধব করতে পারে, সরকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তার মাধ্যমে দুর্নীতি বন্ধ করতে পারে। এই আইন ব্যবহার করে জনগণ সমাজের, জাতির, দেশের কল্যাণ সাধন করতে পারে। কারণ এটা জনগণের কাজ। তাই এই আইনের প্রচার করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, দু'টো দিক থেকেই এই আইনটাকে প্রয়োগের কাজে এগিয়ে আসা দরকার। এর একটা হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রাপ্তির দিক আর অন্যটা হচ্ছে সমাজের প্রাপ্তির দিক। সমাজের বিত্তবানদের দিয়ে এটার প্রয়োগ হবে-সেটা আশা করা ঠিক হবে না। কারণ তারা টাকা দিয়ে নিজেদের কাজ করে নিতে পারে। তাই সমাজে যারা অবহেলিত, যাদের টাকা নেই তাদেরই এই আইন প্রয়োগে এগিয়ে আসতে হবে। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি আইনের ডিমান্ড এবং সাপ্লাই সাইডের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, জনগণ যদি তথ্য পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে ডিমান্ড না করে তাহলে তারা কখনো তথ্য সাপ্লাই দেবে না। তাই জনগণের উপরই এই আইনের সফলতা নির্ভর করছে। কারণ এটা প্রয়োগের মালিক হচ্ছে তারাই। এজন্যে তিনি এনিমেটরদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন।

কর্মশালার এক পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণে কমিউনিটির সমস্যা নিরূপণ করা হয়। সকল সমস্যা আলোচনা-পর্যালোচনার ভিত্তিতে

অংশগ্রহণকারীরা সমস্যার কার্যকারণ নিরূপণ করার প্রচেষ্টা চালান এবং এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে তা প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করে দেখেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করেন 'তথ্য আইনের সহজপাঠ' বইটির মাধ্যমে। সেই সাথে রিইবের আরটিআই পাইলট প্রকল্পের নানা সফলতা ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়। এছাড়া হাতে-কলমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদপত্র লেখা ও সেগুলো উপস্থাপন করা হয়। এনিমেটররা প্রত্যেকে একটি করে তথ্য আবেদনপত্র ও আপীল লিখে পর্যায়ক্রমে সেগুলো উপহস্থাপন করেন এবং তার উপর অন্যরা সেটার ভুল-ত্রুটি সংশোধনের প্রয়াস চালান। পরবর্তীতে দলগঠন ও কর্মপরিকল্পনা, ভবিষ্যত সমস্যা নিরূপণ এবং সেগুলো সমাধানে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ, কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং সাপ্লাই সাইডকে সক্রিয় করার জন্য ডিমান্ড সাইডকে শক্তিশালীকরণে কাজ করার কথা বলা হয়। যা শেখার জন্য প্রশিক্ষণ যথেষ্ট নয়। এটা শিখতে গেলে তথ্য আবেদন প্রদানের মাধ্যমে শিখতে হবে। রিইব নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা কমিউনিটি পর্যায়ে সমস্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে কমিউনিটির মতামতের উপর গুরুত্বারোপ করার উপর জোর দিয়ে তথ্য আবেদন প্রদানে এনিমেটরদের ভূমিকা গ্রহণের আহবান জানান। এক্ষেত্রে একে অপরকে পারস্পরিক সহযোগিতা করার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি আশাবাদ জ্ঞাপন করেন।

সবশেষে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ কার্যক্রমে গণগবেষণা প্রক্রিয়ার অনুসরণের মাধ্যমে তথ্য আবেদন, সংরক্ষণ, ফলোআপ ও মাসিক প্রতিবেদন প্রদানসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করার উপর এনিমেটরদের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় চাকমা ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেইজলাইন সার্ভে সম্পাদন

প্রকল্পের আওতায় রিইব গত ২৮ মে - ০৯ জুন ২০১১ এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলা সদর পৌর এলাকায় অবস্থিত চাকমা সম্প্রদায়ভূক্ত খবংপড়িয়া গ্রাম (১০০ খানা) এবং রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলাধীন সাঁওতাল সম্প্রদায়ভূক্ত মোহনপুর, বান্দারা, রামনগর, আমতলিপাড়া ও জয়দা আন্দার পাড়া নামক গ্রামগুলোতে (১০০ খানা) মোট ২০০টি খানায় বেইজলাইন সার্ভে পরিচালনা করে। রিইবের পক্ষে এই কাজ পরিচালনা করেন রিসোর্স স্টাডি এন্ড ম্যানেজমেন্ট সেন্টার-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইদুর রহমান। এই জরিপের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উল্লেখিত জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সর্ম্পকে সচেতনতা ও ব্যবহারের মাত্রা পরীক্ষা করে দেখা, কমিউনিটির মধ্যে বিদ্যমান নানা সমস্যার ধরণ-প্রকৃতি ও কার্যকারণ অনুসন্ধান করা, এলাকার সরকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবাদান কর্মসূচীর প্রাপ্যতা, অভিগম্যতা ও কার্যকারিতা এবং এলাকা, সম্প্রদায় ও লিঙ্গভেদে জনগণের কল্যাণার্থে সেবা দান ও গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের মাত্রাগত পরিস্থিতি এবং তারতম্য নিরূপণের ভিত্তিতে কমিউনিটি পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ এবং প্রয়োগের কলা-কৌশল নির্ধারণ করা ইত্যাদি।

সাধারণ তথ্যাবলী

জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৭% নারী এবং ১০৩% পুরুষ। চাকমা-দের মধ্যে ১০০% বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। সাঁওতালদের মধ্যে ৯১% খ্রিষ্টান এবং ৭% হিন্দু ধর্মের অনুসারী। ৭৫% চাকমা উত্তরদাতা শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে এসএসসি থেকে এমএ। সাঁওতাল উত্তরদাতাদের মধ্যে এসএসসি থেকে এইচএসসি পাশ করেছেন এমন সংখ্যা মাত্র ৯%। এঁদের মধ্যে ৪৯% হচ্ছে একেবারেই নিরক্ষর। সামগ্রিকভাবে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৩% বিবাহিত। অন্যদিকে পেশাগতভাবে দেখা যায় ৩৩% দিনমজুর, ২৫% গৃহিণী, ১৪% চাকুরীজীবি, ১১% কৃষক এবং ৮% ছাত্রছাত্রী। দিনমজুরদের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃষি মজুরীর সাথে সম্পৃক্ত। চাকমা ও সাঁওতাল উত্তরদাতাদের মধ্যে যথাক্রমে ৫০% এবং ৭৬% জানিয়েছেন তারা এনজিও কার্যক্রমের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত আছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হওয়ার ইতিমধ্যে প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হলেও মাত্র ৩২.৫% উত্তরদাতা আইনটি সম্পর্কে শুনেছে বলে জানায়। এখানে কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য তুলে ধরা হল।

- ৩২.৫% উত্তরদাতা বাংলাদেশের "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" সম্পর্কে শুনেছে।
- এরমধ্যে ২৭% চাকমা এবং ৫.৫% সাঁওতাল।
- যারা RTI সম্পর্কে শুনেছে তাদের ৭৫% -এর শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি হতে এমএ।
- ১২.৫% উত্তরদাতা টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন থেকে এই আইনের বিষয়টি শুনেছে। এছাড়া ৭% পত্রিকা, ৬% প্রতিবেশীর কাছ থেকে শুনেছে।
- উত্তরদাতাদের মধ্যে কেউই তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেনি।
- চাকমাদের মধ্যে মাত্র ২ জন (১%) উত্তরদাতা এনজিও-র মাধ্যমে এই আইন সম্পর্কে শুনেছে।

আরও দেখা যায় ১২.৫% উত্তরদাতা টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন, ৭% পত্রিকা এবং ৬% প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এই আইন সম্পর্কে শুনেছেন। মাত্র ২% উত্তরদাতা স্থানীয় এনজিও কর্তৃক আয়োজিত সভা থেকে এই আইন সম্পর্কে শুনেছে। তবে এই আইন সম্পর্কে তারা সকলেই বলেছেন, আইনটি প্রয়োগ কিভাবে করতে হয় সে বিষয়ে তাদের কোন ধারণা নেই।

তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের গণগবেষণা দলসমূহের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

সভা- ০১: খাগড়াছড়িতে চাকমা গণগবেষণা দল, ১৫ জুন ২০১১

গত ১৫ জুন ২০১১ তারিখে স্থানীয় চাকমা গণগবেষণা দলের সদস্যদের নিয়ে দিনব্যাপী এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় *পাড়া ট্রাস্ট* কার্যালয়, দক্ষিণ খবংপড়িয়া, খাগড়াছড়িতে। এতে রিইবের প্রতিনিধি, স্থানীয় সংগঠন ও এনজিও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা এবং সে সব সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রে আইন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে এবং সেসব সমস্যা মোকাবেলায় সম্ভাব্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তার উপর আলোচনা করা হয়। অন্যদিকে এই আইন ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের অধিকার বঞ্চিত জনগণ কিভাবে উপকৃত হতে পারে তার উপর বিশদ ধারণা জ্ঞাপন করা হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের সফলতার ঘটনা এবং বিশের বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ইতিহাস ও বর্তমান বাস্তবতা তুলে ধরা হয়। এসকল অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে অংশগ্রহণকারীদেরকে এই আইন সম্পর্কে জানার ও প্রয়োগ করার বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী করে তোলে।

আলোচনার এক পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভুমি সমস্যা, নিরাপত্তার সমস্যা, সরকারী সেবা লাভের ক্ষেত্রে সমস্যা, আদিবাসী হওয়ার কারণে সরকারী অফিসে গুরুত্ব না পাওয়া বা অবহেলা জনিত সমস্যা, পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া, কর্মসংস্থানের অভাব, সরকারী অফিসে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, চিকিৎসা ও শিক্ষা সেবা লাভের ক্ষেত্রে সমস্যা, বিদ্যুৎ সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে সমস্যা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে না পারার সমস্যা ইত্যাদি। এসকল সমস্যাগুলোর মধ্যে ৩টি সমস্যাকে বিবেচনায় নিয়ে কিভাবে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে আলোচনায় তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে কিভাবে তথ্য আবেদন লিখতে হয় এবং ফলোআপ করতে হয় তা হাতে কলমে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

খাগড়াছড়িতে গণগবেষণা দল গঠন সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

সভা-০২: মুন্সিগঞ্জে বেদে গণগবেষণা দল, ১৯ জুন ২০১১

গত ১৯ জুন ২০১১ তারিখে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার খড়িয়া গ্রামের তথ্য অধিকার কেন্দ্রে বেদে সমাজের গণগবেষণা দলের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে রিইবের কর্মকর্তাসহ স্থানীয় বেদে সম্প্রদায়ের গণগবেষণা দলের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে এলাকায় বেদেরা পরবাস থেকে ফিরে আসার কারণে একটা উৎসবের আমেজ ছিল।

আলোচনা সভায় বেদে সম্প্রদায়ের মোট ১১ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কোন নারী প্রতিনিধি ছিল না। অংশগ্রহণকারীদের মতে এর কারণ তাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিদ্যমান ধ্যান-ধারনা যা কিনা নারীরা পিছিয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করা হয়। বেদে সমাজে নারীরা এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে- এটা এখনো অনেক সময়ের ব্যাপার।

আলোচনায় এনিমেটর মো: সউদ খান তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতায় গত বছরের কাজের শুরু হতে শেষ অবদি সরকারী কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যবহার, প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল এবং সে প্রেক্ষিতে সর্বশেষ পর্যায়ে তথ্য কমিশনের গৃহীত ভূমিকা এবং সফলতা অর্জন সম্পর্কে ধারণা জ্ঞাপন করেন এবং সে অভিজ্ঞতায় তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ বর্তমানে আরো কিভাবে শক্তিশালী করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বেদে সমাজের মত পিছিয়ে থাকা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের কাজটি এগিয়ে নেয়া খুবই জরুরী। কারণ তা না হলে সরকারী কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা পাবে না। দুর্নীতি বন্ধ হবে না। আর দুর্নীতি বন্ধ না হলে সরকারী সুযোগ-সুবিধা লাভ করা সম্ভব হবে না বলে আলোচনায় মত প্রকাশিত হয়। বর্তমানে বেদে সমাজের গণগবেষণা দলের তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ কার্যক্রম অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় যথেষ্ট গতিশীল হয়েছে। তবে সমস্যা হচ্ছে অধিকাংশ সদস্যই নিরক্ষর। যা আইনের সফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরণের প্রতিবন্ধকতা।

সভা- ০৩: রাজশাহীতে সাঁওতাল গণগবেষণা দল, ২১ জুন ২০১১

গত ২১ জুন ২০১১ তারিখে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার পারগানা পরিষদের সভা কক্ষে স্থানীয় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের গণগবেষণা দলের দিনব্যাপী এক আলোচনা সভায় রিইবের কর্মকর্তাসহ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ১৩ জন পুরুষ ও ৫ জন নারী অংশগ্রহণ করেন। এনিমেটর ভগবত টুডু আলোচনা শুরুতে সভার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে তুলে ধরেন। আলোচনায় তথ্য অধিকার আইনের সুদূরপ্রসারী দিকগুলো তুলে ধরা হয়। নতুন দল হিসাবে তাদেরকে গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্বুদ্ধ করা হয় তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ-এর মাধ্যমে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইলিয়াস মার্ডি, স্টিফেন মুর্মুসহ অনেকে নানা প্রশ্নের মাধ্যমে আইন ও প্রয়োগ সম্পর্কে নিজেদের ঝালাই করার প্রচেষ্টা চালান।

আলোচনার একপর্যায়ে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের সমস্যা তুলে ধরে সেসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। ভূমি সমস্যাকে এলাকার সাঁওতাল কমিউনিটির অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এই সমস্যাকে ভিত্তি করে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র কিভাবে লিখতে হয় তা অংশগ্রহণকারীরা এই সভায় চর্চা করে। আলোচনায় আরও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সকলেই শিক্ষিত, যা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা ইতিবাচক লক্ষণ। অন্যদিকে জানা যায় যে, ৫/৬ টা গ্রামের সাঁওতাল কমিউনিটির সদস্যদের নিয়ে গণগবেষণা দল গঠন করা হয়েছে। অনেকে জানিয়েছে যে, এই সভায় অংশগ্রহণ করেই তারা এই প্রথম তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানতে পেরেছে এবং তাতে এটুকু বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, সাঁওতাল আদিবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এই আইন সত্যিই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় গণগবেষণা দলের আলোচনা

প্রকল্পে কমিউনিটি পর্যায়ে তথ্য অধিকার কেন্দ্র স্থাপন ও ফলোআপ

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) জার্মানীর রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং-এর সহযোগিতায় তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রিইব অফিসে তথ্য অধিকার কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করেছে। একই সাথে কমিউনিটি পর্যায়ে গত বছর স্থাপিত কেন্দ্রের উন্নয়নেও কাজ করছে। কেন্দ্রগুলো হচ্ছে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলা এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার খড়িয়া গ্রামে। কেন্দ্রগুলোতে স্থানীয় রবিদাস ও বেদে সম্প্রদায়সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের সর্বস্তরের জনগণ, বিশেষ করে যারা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানতে ও ব্যবহার করতে আগ্রহী তারা ব্যবহার করতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে, তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রিইব ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করছে।

প্রকল্পের তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের চিত্র : তথ্য আবেদন, আপীল ও অভিযোগ প্রদানের বিবরণ

প্রকল্পে এপ্রিল -জুন ২০১১ সময়সীমায় রাজধানী ঢাকার ছাত্র সমাজ ৫টি, খাগড়াছড়ি সদরে ৩টি, রবিদাস ১৪টি, সৈয়দপুরে শ্রমিক দল ১টি সহ মোট ২৩ টি তথ্য আবেদন এবং ৫টি আপীল করা হয়েছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা

অভিজ্ঞতা ঃ -০১ : "এই রকম আইন হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আর আইন হলেও কিসের ভিত্তিতে আপনাকে তথ্য দিব ?"

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ নিজস্ব কার্যালয়ে গত কয়েক মাস যাবৎ নিয়মিত মাসিক সভা আয়োজন করে আসছে। তারই অংশ হিসেবে গত অক্টোবর ২০১০ এক আলোচনা সভায় আমি মোঃ ফকরুল ইসলাম পলাশ অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করি। তখনই আমি এই আইনটি সম্পর্কে জানতে

পারি । এক পর্যায়ে আইনটির গুরুত্ব অনুধাবন করে আমি নিজেই একটি ছোট্ট গবেষণা কাজ সম্পন্ন করি। পরবর্তীতে রিইবের এনিমেটর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে আইনটির গুরুত্ব ও প্রয়োগের কৌশল সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভ করি ও প্রয়োগে আগ্রহী হয়ে উঠি । ৩০ মে ২০১১ তারিখে আমি ঢাকা বিশবিদ্যালয়ের জনতা ব্যাংক শাখায় তথ্য চেয়ে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিই । কারণ উক্ত জনতা ব্যাংক শাখা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নানা অনিয়মের আশ্রয় নেয়, যা প্রায় সময়ই সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধায় মুখোমুখি হতে বাধ্য করে । সবার চোখের সামনে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া এসব ঘটনা আমাকে নাড়া দেয় । কিন্তু প্রতিকারের উপায় জানা না থাকার কারণে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারি না । তাই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে যখন জানতে পারি তখন থেকেই আমার মনে নতুন ভাবনা দেখা দেয় । এক সময় বিশাস করি যে, এই আইনই হতে পারে আমার অক্ষমতা দূর করার একটা হাতিয়ার, যা উল্লেখিত অনিয়ম দূর করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে । এর ভিত্তিতে জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনার নীতিমালা ও জনগণকে প্রদত্ত সেবার তালিকার কপি চেয়ে গত ৩১ মে ২০১১ তারিখে ঢাকা বিশবিদ্যালয় শাখায় আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে আবেদন প্রেরণ করি । সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না থাকায় আমার বন্ধু সরাসরি ব্যাংকের ম্যানেজারের দারস্থ হয় । ম্যানেজারকে বিষয়টি জানালে জবাবে তিনি আমার বন্ধুকে বলেন, "এই রকম আইন হয়েছে বলে আমার জানা নেই । আর আইন হলেও কিসের ভিত্তিতে আপনাকে তথ্য দিব?" এর উত্তরে আমার বন্ধু ম্যানেজারকে জানিয়ে দেন যে, আইন অনুসারে আপনাকে এই সব তথ্য প্রদান করতে হবে কারণ তথ্য পাওয়ার অধিকার আইনত তার আছে । তখন ব্যাংকের ম্যানেজার তাকে "আইনের গ্যাজেটটি" দেখাতে বলেন । এই প্রেক্ষিতে সে আইনের গ্যাজেট কপিটি নিয়ে দেখায় । তৎসত্ত্বেও সেদিন ম্যানেজার আবেদনপত্রটি গ্রহণ করেননি । অবশেষে সে নিরূপায় হয়ে চলে আসে । এই বিষয়টি জানার পর আমি কাছের কয়েকজন বন্ধুকে তা বিস্তারিতভাবে অবগত করি । তার প্রেক্ষিতে আমরা আলোচনা করে আবারো ম্যানেজারের কাছে আবেদনপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বসম্মত হই । এ প্রেক্ষিতে গত ০১ জুন ২০১১ তারিখে আমরা আবারো উক্ত জনতা ব্যাংক শাখায় যাই । কিন্তু ম্যানেজারকে না পেয়ে ব্যাংকে বসে অপেক্ষায় থাকি । এক পর্যায়ে ম্যানেজার আসেন এবং আমাদের সেখানে যাওয়ার কারণ জানতে চান । আমি তাকে আবেদনপত্রটি প্রদান করি । তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কি ফখরুল ইসলাম ? উত্তরে আমি বললাম, হ্যাঁ । তখন তিনি আবারো আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন আপনাকে এই তথ্য দিব ? তখন আমরা সবাই বললাম, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে আমাদের এই তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে । তিনি তখন জানালেন, এই তথ্যগুলো হেড অফিস দেবে । আমি বললাম, এই তথ্য গুলো হেড অফিস থেকে আনার দায়িত্ব আপনার । অবশেষে উনি বাধ্য হয়ে অফিসের পিয়নকে আমার আবেদনপত্র ও আইনের কপিটি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন এবং আমাকে আবেদনের রিসিভ কপি প্রদান করেন । এরপর আমরা সেখান থেকে চলে আসি ।

অভিজ্ঞতা: ০২: " তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আমি কোন দিন শুনি নাই"- উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, সৈয়দপুর, নীলফামারী ।

৩০ মে, ২০১১ তারিখে সৈয়দপুর উপজেলা সমবায় অফিসে তথ্য আবেদন করলে, গত ৫ জুন সৈয়দপুর উপজেলার সমবায় অফিসার সকাল ১১টার সময় ফোন করে জানতে চান যে, আপনি কি মিলন দাস ? জবাবে আমি তথ্য গ্রহণকারী মুন্না দাস জানালে তিনি বলেন, মিলন দাস চিঠিতে (১) সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে কি ধরনের সেবা প্রদান করা হয় (২) সমবায় অফিস হতে সমিতির রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার নিয়ম কি কি, (৩) সমবায় অধিদপ্তর হতে আর্থিক ও কারিগরি কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়- এই সব তথ্য পেতে চেয়েছেন । কিন্তু এই সব তথ্য আমি আপনাকে কিভাবে দিব তা বুঝে উঠতে পারছিনা । তিনি অফিসে গিয়ে কিভাবে তথ্য নিতে চাই সেই বিষয়টি পরিস্কার করার জন্য অনুরোধ করেন । তখন আমি বললাম, সামনে মঙ্গলবার সকাল ১০টায় আপনার অফিসে যাবো । এভাবে সব ঠিক হয় । এর এক ঘন্টা পর উক্ত সমবায় অফিসার আবারো ফোন করে আমার কাছ থেকে জানতে চান যে, আপনার বাড়ি কি কুন্দলে এবং আপনি কি বাড়িতে আছেন ? হ্যাঁ, বলার পর তিনি বলেন যে, আমি আপনার সাথে দেখা করবো আপনি সৈয়দপুর কলেজের মোড়ে একটু আসেন । আমি ১০ মিনিটের মধ্যে সেখানে আসতেছি । কথানুযায়ী, তিনি আমার সাথে দেখা করে জানতে চান যে, আপনি যে আবেদন আমাদের দিয়েছেন তা কি অন্য উপজেলায় দিয়েছেন? তারা কি তথ্য দিয়েছেন ? যদি দিয়ে থাকেন তার ফটোকপি আমাকে দিলে আমার তথ্য দিতে সুবিধা হবে । তখন আমি তাকে আগে চিরিরবন্দর উপজেলা সমবায় অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্য জবাবের ফটোকপি করে দেই । এরপর তিনি বলেন, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আমি কোন দিন শুনি নাই । তখন আমি রিইবের সহজ পাঠ বইটি দেই । বইটি দেখে বলেন যে, আমার এই আইন সম্পর্কে ধারনা হবে । তিনি বলেন আপনি রবিবারে অফিসে এসে জবাব নিয়ে যাবেন । তারপর আরও আশাস দিয়ে বলেন, যে কোন তথ্য লাগলে অফিসে এসে নিয়ে যাবেন ।

অভিজ্ঞতা: ০৩ :"আমি এসব কোত্থেকে শিখেছি? এসব করতে আমাকে কে বলেছে?"

আমি রিপন চাকমা গত ২৬ জুন ২০১১ তারিখে গণগবেষণা দলের সভায় যে ৫টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র লেখা হয় সেগুলো প্রদানের জন্য পরের দিন বিভিন্ন সরকারী অফিসে যাই । ১ম আবেদনপত্র জমা দিই পেরাছড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে । তারপর সেখান থেকে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে জমা দিই । এর পাশে উপজেলা শিক্ষা অফিসে আবেদনপত্র জমা দিতে গেলে দেখি, অফিসে কোন লোক নেই । তাই সেখান থেকে সোজা উপজেলা সদর হাসপাতালে আবেদনপত্র জমা দিতে যাই । এরপর বিদ্যুৎ অফিসে আবেদনপত্র জমা দিতে গেলে বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হই । সেখানে কর্তব্য পালনরত অফিসার আমার আবেদনপত্র জমা না নিয়ে আমাকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে । এক পর্যায়ে তিনি আমাকে প্রশ্ন করে জানতে চান, আমি এসব কোত্থেকে শিখেছি? এসব করতে আমাকে কে বলেছে? তখন আমি বলেছি, এটা আমার অধিকার । তারপরও সেদিন তিনি আমার আবেদনপত্র গ্রহণ করেননি । এরপর আমরা আলোচনা করে ঠিক করেছি যে, উক্ত আবেদনপত্র রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পাঠিয়ে দেব । সে অনুয়ায়ী তা পাঠিয়ে দিয়েছি । এখনো এর কোন উত্তর আসেনি । আগামী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য না পেলে আমি আপীল করবো ।

ঘোষণা: রিইব-এর উদ্যোগে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা সভা প্রত্যেক মাসের শেষ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০টায় অনুষ্ঠিত হবে । সবাই আমন্ত্রিত । যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক - ২৫ বক-এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩ । ফোন: ৮৮৬০৮৩০, ৮৮৬০৮৩১

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ-এর বর্তমান ঠিকানা
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ/৪-এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা,
শেরে বাংলানগর, ঢাকা -১২০৭ ।

প্রকাশনায় : রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক - ২৫, বক - এ, বনানী, ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ, ফোন : ৮৮৬০৮৩০-১, ইমেইল : rib@citech-bd.com, website : www.rib-bangladesh.org, **আর্থিক সহযোগিতায় :** রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং (RLS), ফ্রাঞ্জ-মেহরিং পাটজ-১,১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী, website : www.rosalux.de